

অনুবাদের কথা

অলসতা একটি মারাত্মক ব্যাধি। যা দুনিয়া-আখিরাত উভয় জগতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ। যার মাঝে অলসতা চেপে বসে, তার জীবনে কোনো উন্নত লক্ষ্য থাকে না। ফলে সে হাত-পা গুটিয়ে ঘরকুনো হয়ে পড়ে থাকাকেই পছন্দ করে। প্রকৃত সাফল্য ও কল্যাণের ব্যাপারে সে মোটেও জ্ঞান রাখে না! ইবাদত-বন্দেগিতে মশগুল থাকা, দ্বীনের জন্য নিজের জান-মাল কুরবানি করা, কল্যাণকর কাজে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ কিংবা উত্তম কোনো প্রচেষ্টায় অলস-অকর্মণ্য ব্যক্তিকে পাওয়া যায় না। তাকে পাওয়া যায় উদরপূর্তি আর গুনাহের কাজে মজে থাকার মাঝে!

অলসতার কারণে অলস ব্যক্তি কেবল নিজেই এককভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয় না; বরং অলসতার ক্ষতিকর প্রভাব গোটা সমাজ ও জাতির মাঝে ছেয়ে যায়। যে জাতির যুবকরা কর্মতৎপর ও উদ্যমী না হয়ে অলস জীবন কাটায়, জাতি হিসেবে তারা দুর্বল ও শক্তিহীন হয়ে পড়ে। নিজেদের কর্তব্য ভুলে অলস-উদাসীন থাকার কারণেই তারা পদে পদে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতার শিকার হয়। হ্যাঁ, অলসতা যখন যুবসমাজের মাঝে ব্যাপক হয়ে মহামারির আকার ধারণ করে, তখন শুধু তারাই নয়; বরং পুরো জাতি ধ্বংসের অতল গহ্বরে পৌঁছে যায়।

অলস কয়েক শ্রেণির আছে। কতক আছে, আমলের প্রতি যেমন উদাসীন, পার্থিব কল্যাণকর কাজকর্মেও তেমনই উদাসীন। অলসতা এদের স্বভাব হয়ে দাঁড়িয়েছে। আরেক প্রকার অলস আছে, এরা পার্থিব ব্যাপারগুলোতে বেশ একটিভ থাকলেও আখিরাতের পাথেয় অর্জনে বরাবরই অলসতা প্রদর্শন করে। এরা অফিস-টাইমের ব্যাপারে সচেতন থাকলেও মসজিদে কখন নামাজের জামাআত হয়, তা জানার প্রয়োজন মনে করে না। আজান ঠিকই তারা শুনতে পায়, পারে না শুধু আজানের ডাকে সাড়া দিয়ে মসজিদে হাজির হতে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা খেলা দেখায় বিভোর থাকতে পারলেও দু-চার রাকআত নামাজ

পড়ার সময় তাদের হয় না। কুরআন মাজিদ খুলে দেখবে সে ফুরসতও এমন লোকদের মিলে না।....

প্রিয় পাঠক, দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ ও সাফল্য লাভের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ানো এ অলসতাকে আমাদের জীবন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করতে হবে। উদ্যমী হয়ে আপন দায়িত্ব পালনে নিষ্ঠাবান হতে হবে। তো অলসতার ক্ষতিকর প্রভাব কী? আর কীভাবেই বা আমরা এ মারাত্মক ব্যাধি থেকে বাঁচতে পারব?—এ বিষয়কে সামনে রেখেই আপনাদের জন্য রুহামার এবারের উপহার ড. খালিদ আবু শাদি রচিত (الحرب على الكسل)-গ্রন্থের সরল অনুবাদ ‘অলসতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ’। হ্যাঁ, জীবন থেকে আলস্য বা অলসতাকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ১০টি কার্যকর উপায় নিয়ে রচিত চমৎকার এ গ্রন্থটি সকল পাঠকের জন্য উপকারী হবে, ইনশাআল্লাহ।

- হাসান মাসরুর

সূচিপত্র

- অলসতা, বিদায় তোমায় : ১৩
হৃদয়ে গেঁথে রাখার মতো একটি হাদিস : ১৪
একটি মারাত্মক শব্দ : ১৫
মস্তিষ্কে গেঁথে নাও : ১৬
ক্ষতিকর ইলম : ১৭
লেখকের কথা : ১৯
অলসতা করে কী লাভ! : ২৩
১. পার্থিব ক্ষতি : ২৩
 ২. ইবাদতের বিপদ : ২৫
 ৩. চিরন্তন সংঘাতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন : ২৬
 ৪. নবিদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ : ২৮
 ৫. উন্নতি ও অবনতি : ২৯
 ৬. ব্যাপক মহামারি : ৩১
 ৭. কর্মতৎপরতা ইসলামের প্রতীক : ৩২
 ৮. মিশ্র বিষয় : ৩২
- অলসতা কী? : ৩৪

জীবন থেকে আলস্যকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করার ১০টি কার্যকর উপায়

প্রথম উপায় : দুআ

১. অলসতা থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করা : ৩৭
মানুষ দুভাবে সক্ষমতা হারায় : ৩৮
আশ্রয় প্রার্থনার দুটি অর্থ : ৩৯
২. দৃঢ়তা ও সাহায্য প্রাপ্তির জন্য দুআ করা : ৪০
আমরা সকলেই ফকির! : ৪২
তোমার প্রতি একটি প্রশ্ন : ৪৩
প্রকৃত অক্ষম!! : ৪৩
একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন : ৪৪
সাহায্যের আবেদন : ৪৫

দ্বিতীয় উপায় : নিফাকে লিপ্ত হওয়ার ভয়

- এ যুগের হুজাইফা : ৪৮
বিশাল অফার : ৪৯
দুটি পথ, যা ছাড়া তৃতীয় কোনো পথ নেই : ৫০
কথা স্পষ্ট... : ৪৯
মারাত্মক ভয়! : ৫০
সমতার নীতি : ৫১
হে ভীত ও শঙ্কাগ্রস্ত ভাই, সুসংবাদ গ্রহণ করো! : ৫২

তৃতীয় উপায় : প্রতিদানে বিশ্বাস রাখা

- মুমিনদের প্রলুব্ধকারী কিছু লাভজনক বিষয় : ৫৬
বিশ্বাস আমলের বোঝাকে হালকা করে : ৫৮
নববি আদেশই চূড়ান্ত : ৬০
জান্নাত তরবারির ছায়াতলে : ৬১
শান্তির প্রতি নিশ্চিত বিশ্বাস : ৬২

চতুর্থ উপায় : লক্ষ্য স্থির করা

- আমরাই অগ্রগামী : ৬৬
উন্নত লক্ষ্য : ৬৮
ঐশী লক্ষ্য ও শয়তানি লক্ষ্য : ৬৯
লক্ষ্য অর্জনে যা অন্তরায় : ৭০
লক্ষ্য অর্জনের মাধ্যম নির্ণয়ে ত্রুটি : ৭০
নিয়ত নবায়নের অনুশীলন : ৭১
লক্ষ্য পূরণে পথচলায় দুর্বলতা : ৭১
উদ্দেশ্যহীন লক্ষ্য : ৭২
লক্ষ্য স্পষ্ট না হওয়া : ৭৩
লক্ষ্য পূরণে স্থবিরতা : ৭৩
লক্ষ্যের ব্যাপকতা : ৭৪
লক্ষ্যহীনতা?! : ৭৬

পঞ্চম উপায় : মুহাসাবা করা

- ছয়টি শব্দে মুহাসাবা : ৭৭
মানুষের মুহাসাবা কেমন হয়ে থাকে?! : ৭৯
নফস যখন কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে! : ৮১

মুহাসাবার ফলাফল : ৮২

১. নেককারদের তাওবা : ৭২

বান্দাসুলভ মুহাসাবা! : ৮৪

কালো দাগের কাহিনি : ৮৭

সাদা দাগের কাহিনি : ৯০

২. পথ-সংশোধন : ৯১

অলসতার উৎসগুলো : ৯২

৩. শোকর ও অবিচলতা : ৯৪

৪. শ্রেষ্ঠদের প্রতিযোগিতা : ৯৬

প্রত্যেক জ্ঞানীর ওপর একজন জ্ঞানী আছেন : ৯৭

ষষ্ঠ উদায় : সাধকদের জীবনী

সবচেয়ে বড় মাপকাঠি! : ১০১

অলসতার সাথে রাসুলের আচরণ কেমন ছিল? : ১০২

কিতাবকে সঙ্গী বানাও! : ১০৩

অলসতা দূর করার কিছু ঘটনা! : ১০৩

সপ্তম উদায় : মৃত্যুর আলোচনা ও তার স্মরণ

১. বিচ্ছেদ : ১০৮

আমি তো মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে! : ১০৯

মৃত্যুর ধারাবাহিকতা : ১১১

২. নিদ্রা : ১১৩

দৈনন্দিন স্মৃতি! : ১১৩

প্রস্তুত হও! : ১১৫

কেন আমরা মৃত্যুকে অপছন্দ করি?! : ১১৫

৩. কবর : ১১৬

দুটি ঘর : ওপরে ও নিচে : ১১৮

মৃত্যুর পর দুনিয়াবিমুখদের অবস্থা! : ১২১

দরজায় আগত সাক্ষাৎকারী : ১২২

৪. অসুস্থতা : ১২৩

কীভাবে! : ১২৩

মৃত্যুর চতুর্ভুজ : ১২৪

অষ্টম উপায় : উপদেশ

উপদেশ নাকি সম্পদ?! : ১২৮

কল্যাণকামিতার সীমা : ১২৯

কখন উপদেশ দেবে?! : ১৩০

কে আপনাকে উপদেশ দেবে?! : ১৩২

১. হৃদয়বান ব্যক্তি : ১৩২

২. ইলম ও অভিজ্ঞতার অধিকারী : ১৩২

চমৎকার কিছু উপদেশ : ১৩৩

নবম উপায় : দুজনের সান্নিধ্য

কাজির দরবারে বাদানুবাদ : ১৩৯

এক সাহচর্য থেকে অন্য সাহচর্যে : ১৪১

ফজরে মুসল্লি সংগ্রহের অভিযান : ১৪২

দশম উপায় : কথা ও ভাবে ভালো দিক পোষণ

তোমার ভাষা তোমাকে গঠন করবে : ১৪৫

হতাশাজনক কিছু কথা : ১৪৮

আশাবাদী কিছু কথা : ১৪৯



অলসতা, বিদায় তোমায়

অলসতা, বিদায় তোমায় । এখন দৃঢ় সংকল্প আর কর্মব্যস্ততার সময় এসেছে ।

আমার দিগন্তে উষার আলো উঁকি দিচ্ছে । তাই আমি আশার আলো দেখি ।

মহান রবের কাছে প্রার্থনা করি, রাতের শেষ প্রহরে উঠে মিনতি করি ।

আবার ফিরিয়ে আনব সেই সোনালি ইতিহাস । কুদসের ভূমিতে মোরা সমবেত হব ।

শোনো, আগন্তুক অলসতা! তুমি আমার জীবনে এসেছ, কিন্তু যেতে চাচ্ছ না । তাই অচিরেই তোমাকে হত্যা করব । কারণ, আমি বাঁচতে চাই । একটি সুন্দর জীবন গঠন করতে চাই । তুমি আমাকে ছেড়ে যাওয়ার আগেই আমি তোমাকে ছেড়ে যাব । তুমি আমার হৃদয়ে আঘাত করার পূর্বেই আমি তোমাকে শেষ করে দেবো । কিছুটা পরে হলেও অবশ্যই অবশ্যই তোমার ইতি ঘটাব । তোমার সাথে আপসের সময় শেষ । আমার কাছে অবস্থান করার কোনো সুযোগ নেই তোমার । গাফিল, উদাসীন আর ঘুমন্তদের হৃদয়ই তোমার উপযুক্ত স্থান । তোমার নিষ্ফলতা তোমার কাছেই রাখো । আমি তোমাকে সমূলে উৎপাটন করে বহু দূরে ছুড়ে ফেলে দেবো । এমন জায়গায় নিয়ে তোমাকে পুঁতে রাখব, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে পারবে না । তোমার পরিবর্তে আমি আমার হৃদয়ে কর্মচাঞ্চল্য, উদ্যম ও উর্বরতার চাষ করব । তাহলে আমি নিজেকে এবং অন্যদেরকে কল্যাণের পথে পরিচালিত করতে পারব, মানুষকে সঠিক পথের দিশা দিতে সক্ষম হব, উদাসীনদের হাত ধরে আল্লাহর দিকে নিয়ে যেতে পারব, মুত্তাকিদের কাতারে শামিল হওয়ার সুযোগ পাব এবং জান্নাতীদের মাঝে সামনের সারিতে স্থান পাব ।

হৃদয়ে গঁথে রাখার মতো একটি হাদিস

উপদেশ দিতে গিয়ে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেন :

يَا سَدَّادُ بَنِ أَوْسٍ، إِذَا رَأَيْتَ النَّاسَ قَدِ اكْتَنَزُوا الدَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، فَكَانُوا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ النَّبَاتِ فِي الْأَمْرِ، وَالْعَزِيمَةَ عَلَى الرَّشْدِ، وَأَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعَلَّمَ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعَلَّمَ، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعَلَّمَ، إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ

‘শাদ্দাদ বিন আওস, যখন তুমি মানুষকে স্বর্ণ-রূপা জমা করতে দেখবে, তখন তুমি এ বিষয়গুলো অন্তরে গঁথে রাখবে—

হে আল্লাহ, আমি আপনার কাছে সকল বিষয়ে দৃঢ়তা চাই। সঠিক পথের ওপর অবিচলতা কামনা করি।

আমি আপনার কাছে আপনার রহমত লাভের মাধ্যমগুলো প্রার্থনা করি। প্রার্থনা করি আপনার ক্ষমা পাওয়ার মতো বিশেষ আমলগুলোর।

আমি আপনার কাছে আপনার নিয়ামতের কৃতজ্ঞতা আদায় ও উত্তমরূপে ইবাদত করার তাওফিক চাই।

আপনার কাছে চাই একটি সুস্থ হৃদয় ও সত্যবাদী জবান।

আপনার জানা যত কল্যাণ আছে, তা আপনার কাছে প্রার্থনা করি। এবং আপনার জানার মধ্যে যত অকল্যাণ আছে, তা থেকে পানাহ চাই।

আপনার জানার মধ্যে আমার যত পাপ আছে, তা থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করি। নিশ্চয় আপনি তো অদৃশ্য সম্পর্কে জ্ঞাত।’^১

১. তাবারানি ﷺ কৃত আল-মুজামুল কাবির : ৭১৩৫, মুসতাদরাকুল হাকিম : ১৮৭২।

একটি মারাত্মক শব্দ

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه এ কথা বলতে অপছন্দ করতেন যে—

إِنِّي كَسَلَانٌ

‘আমি অলস।’^২

আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رضي الله عنه-এর এই বাণী থেকে তোমার জন্য উপদেশ—

স্বীয় জবান দ্বারা নিজের ওপর জুলুম করো না। এবং তাকে অনর্থক কাজকর্ম ও ব্যর্থ আবেগ প্রকাশের মাধ্যম বানিয়ে না।



২. মুসান্নাফু ইবনি আবি শাইবাহ : ৫/৩২০।